19 APR 2016

যুগান্তর

সংসদ গ্রন্থাগারে বই ক্রয়ে দুর্নীতি : বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে

সংসদ রিপোর্টার

জাতীয় সংসদের গ্রন্থাগারের বই ক্রয়ে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। আর বই সরবরাহকারীকে টাকা ফেরত দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ৪ লাখ ১৭ হাজার টাকায় ৫০টি বই কেনা হয়েছিল। এর মধ্যে তিনটি বই ৯১ হাজার টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে। বইগুলোর কোনোটিই মূল কপি নয়। এগুলো ফটোকপি। সোমবার স্পিকারের একান্ত সচিব এমএ কামাল বিল্লাহ এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, সংসদের বই কেনার এ দুর্নীতির খবর বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশের পর এটি তদন্তের নির্দেশ দেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। তিন সদস্যের ওই তদন্ত কমিটি পরে দুর্নীতির প্রমাণ পায়। গ্রন্থাগারের পরিচালক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন ও গ্রন্থাগার গবেষণা বিভাগের কর্মকর্তা জেব-উন-নেসা এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত বলে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এজন্য তাদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে। আর বই সরবরাহকারী হাসান ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী মুস্তাফিজকে সব টাকা ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তিনটি বই ৯১ হাজার টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে

তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের টাকায় বইগুলো কিনেছে জাতীয় সংসদের গ্রন্থাগার। নিম্নমানের কাগজে ফটোকপি করা এই ৫০টি বই কিনতেই খরচ হয়েছে এত টাকা। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে কেনা হয়েছে নকল বইও। বই কেনায় কোনো দরপত্র আহ্বান করা হয়নি।

সূত্র জানায়, সব মিলিয়ে হয়তো ১০ হাজার টাকাও খরচ করা হয়নি। অথচ বিল নেয়া হয়েছে ৪ লাখ ১৭ হাজার টাকা। আর বইগুলোর মলাট ও লেখকের নাম পরিবর্তন করে একই বই দেয়া হয়েছে ভিন্ন নামে। এছাড়া সরবরাহ করা বইগুলোর মধ্যে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলসহ বইও পাওয়া গেছে। আর সংসদ সচিবালয় থেকে ২০১৫ সালের বই চাওয়া হলেও দেয়া হয়েছে ২০১২ সালের বই।

'পার্লামেন্ট : ফাংশনস', 'প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রসিডিউরস', 'এ কম্পারেটিভ কন্সটিটিউশনাল পারস্পেকটিভ' নামে তিনটি বই দেয়া হয়েছে ৯১ হাজার টাকায়। বইগুলোর লেখক গ্রিফিথ অ্যান্ড রাইলি। কিন্তু সরবরাহ করা হয়েছে জেএজি গ্রিফিথ, মিচাইল রাইলি ও এমএজে হুইলার বুথের লেখা 'পার্লামেন্ট : ফাংশনস', 'প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রসিডিউরসের ফটোকপি বই। যেখানে মূল লেখকের নাম ঠিক রাখতে মলাট পরিবর্তন করে সরবরাহ করা হয়েছে।

গ্রিফিথ অ্যান্ড রাইলির লেখা আসল বইয়ের ৩৫টি কপি রয়েছে জাতীয় সংসদে। তারপরও ওই ৫৩৮ পৃষ্ঠার তিনটি বই কেনা হয়েছে ৯১ হাজার টাকায়। একইভাবে 'দি ওয়ার্কিং অব পার্লামেন্টারি কমিটিস ইন ওয়েস্টমিনস্টার সিস্টেম', 'লেসনস ফর বাংলাদেশ' নামের বইটির মলাট ও নাম পরিবর্তন করে পৃথক বই হিসেবে সরবরাহ করা হয়েছে। আসল বইয়ের নাম পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে 'পার্লামেন্টারি কন্ট্রোল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টিবিলিটি : সাউথ এশিয়া : এ কম্পারেটিভ অ্যানালাইসিস অব বাংলাদেশ'। এ বইয়ের মলাটে সম্পাদকের নাম লেখা হয়েছে তাইবুর রহমান, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। আসল বইয়ের সম্পাদনায় আছেন নিজাম আহমেদ ও এটিএম ওবায়দুল্লাহ। প্রেস হিসেবে আছে দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের নাম।

অপরদিকে, সরবরাহ করা বইয়ের মধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলসহ কয়েকটি বইও পাওয়া যায়। এসব বই সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে থাকলেও কয়েক হাজার টাকায় কেনা হয়েছে বলে দেখান ঠিকাদার মুস্তাফিজ।